দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

বিশ্বে প্রতি ১০ শিশুর একজন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না

ইউনেস্কোর প্রতিবেদন

সারা বিশ্বে ২৬ কোটি ৩০ লাখ শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। স্কুলবঞ্চিত শিশুদের এই সংখ্যা প্রতি ১০ জনে একজন বলে শুক্রবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংস্থাটি। ইউনেস্কো মনে করে, স্কুলবঞ্চিত শিশুদের এই হার ২০৩০ সালের মধ্যে সব শিশুকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসায় জাতিসংঘের লক্ষ্যকে কঠিন করে তুলবে। খবর ওয়েবসাইটের।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় স্কুলবঞ্চিত শিশুদের সংখ্যায় 'ওঠানামা' দেখা গেলেও ২০০০ সালের তুলনায় অবস্থায় উন্নতি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০০ সালে ৩৭ কোটি ৪০ লাখ শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেত না। প্রতিবেদনে বলা হয়, যেসব শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না তাদের একটা অংশ সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বাস করে; আর বাকিরা মেয়ে শিশু, যারা এমন সমাজে বাস করে যেখানে নারীদের শিক্ষাকে সমর্থন দেয়া হয় না। এ ছাড়াও কিছু শিশু স্কুলবঞ্চিত রয়েছে, যারা তাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না থাকায় স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। স্কুলের সুযোগ বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে অধিকাংশই কিশোর বয়সী।

এক বিবৃতিতে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা বলেন, স্কুল শুরুর বয়স থেকেই শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং এরপর যেন শেখার চক্রে তাকে সেদিকে নজর দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। স্কুলবঞ্চিত শিশুদের প্রত্যেকটি পর্যায়েই বাধা চিহ্নিত করে বিশেষ নজর দেয়া হবে মেয়েদের শিক্ষায়, যারা এখনও সবচেয়ে বড় অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে। জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের জন্য কতগুলো লক্ষ্য ঠিক করেছে, যার মধ্যে বিশ্বজুড়ে শিশুদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা রয়েছে। বোকোভা বলেন, নতুন তথ্য দেখাচ্ছে, আমরা যদি এসব লক্ষ্য অর্জন করতে চাই তাহলে সামনে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। ইউনেস্কো বলছে, সশস্ত্র সংঘাত শিক্ষার পথে একটি বড় বাধা। সারা বিশ্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়সী স্কুলবঞ্চিত দুই কোটি ২০ লাখ শিশু সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে। স্কুলবঞ্চিত শিশুদের আরেক বড় অংশ সাব-সাহারান আফ্রিকাতে বাস করে, যেখানে মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার বয়সী শিশুদের প্রতি পাঁচজনে তিন জনই স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে। এতে জানানো হয়, বিশ্বজুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়সী প্রায় দেড় কোটি মেয়ে কখনই কোন স্কুলে ক্লাস করার সুযোগ পায়নি; যেখানে ছেলেদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা মাত্র এক কোটি।